সুশান্ত দাস

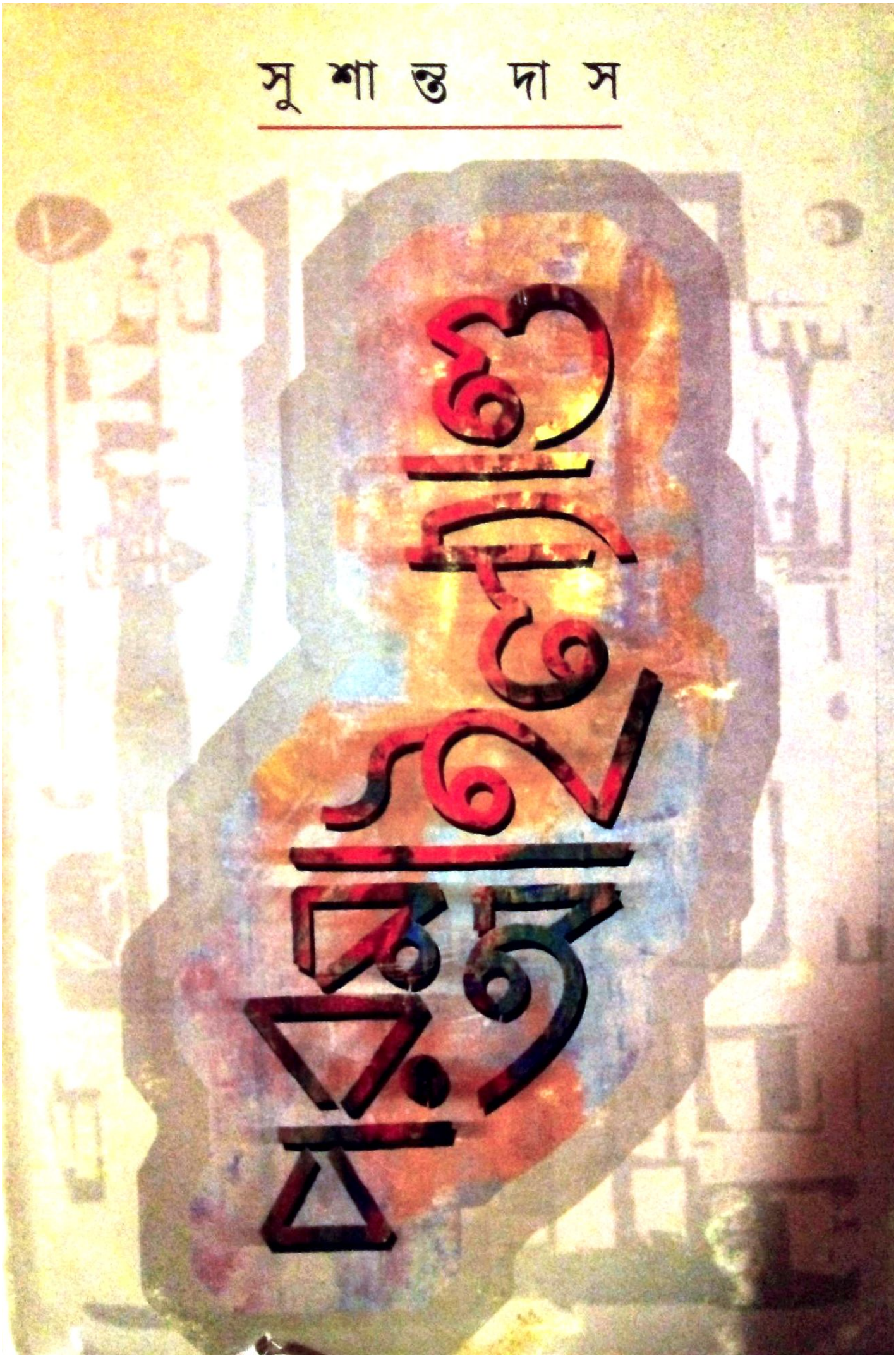

পরমা আইল্যান্ড

সুশান্ত দাস

পত্রলেখা

১০ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০
প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা, ১০ বি কলেজ রো কলকাতা -৭০০০০৯
মো: ৯৮৩১১১০৯৬৩
মুদ্রক : শেঠ ইনফরমেটিক্স কলকাতা-৩৫
প্রচ্ছদ : চঞ্চল গুই
দাম : ৪০.০০

মা, বাবা, মিলি, বৃষ্টি, বোনু, রিপবাবা, ইন্দ্র এবং রুম্পাকে

কবির অন্যান্য বই

বেহালায় দাদাগিরি
আমিই সেই মেয়ে
একটা বেয়োনেট দাও, ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

পরমা আইল্যান্ড ৭ জীবন ওদেরও ৮ মেঘ বালিকা ৯ বাউল বাতাস ১১
ছায়াপথ ১২ জয় অসুরের জয় ১৩ প্রাকৃতিক ১৪
বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল হোম, বারুইপুর ১৫
ম্যানহোল ১৭ শুরু করো ১৮ জবাব দাও ১৯
প্রেমিকা আসছে ২০ বাঁচতে দাও ২১ জোনাকি ২২
অচেনা কোলকাতা ২৩ একদিন ২৫ ছিঃ ২৬
কাপুরুষ ২৭ কালকের খোঁজ ২৮ ছেলেবেলার দিনগুলো ২৯
ময়দান ৩০ বৃষ্টি আঁকি ৩১ তোমাকে বলছি ৩২ আমার দিঘী ৩৩
লিখছি ৩৪ ঘাসফুল ৩৫ সায়াহ্ন ৩৬ চেয়েছি ৩৭
মা এসেছে ৩৮ ছেড়ে যেয়োনা ৩৯
তাই বলে ৪১ মুখে সেলোটেপ দিলাম ৪২ বাস্তব ৪৩
তণিমা তোমাকে বলছি ৪৪ একটাই ৪৫ হায় ৪৫
একটি পুকুর ৪৬ ভালো থেকো ৪৮

পরমা আইল্যান্ড

ডানপাশেতে সাজানো বাগানে পাহাড়ের চূড়া আঁকা
নিখুঁত হাতের যত্নে বেড়ে উঠেছে কত না ফুল, লতা পাতা
বাঁ পাশেতে ঝড়ের বেগে পেরিয়ে যাচ্ছে সায়েন্স সিটির কৃত্রিমতা,
পরমা আইল্যান্ড টপকে তীব্রবেগে লোগান, মাতিজ, হুন্ডাই-এর
পশ্চিমি আধুনিকতার সাথে বেশ মানানসই
বিশাল বিশাল হোর্ডিংগুলো সব গিলে খাচ্ছিলো আমাকে,
আইল্যান্ড টপকে হোর্ডিংগুলোর পেছনে চোখ পড়তেই দেখি
এক চিলতে অনাবিল ভালোবাসা গায়ে মেখে
একফালি নদীর বুকে উড়ে ফিরছে দুচারটে হাঁস,
কুয়াশা তখনো জড়িয়ে রেখেছে কোলেপিঠে করে সারাটা আকাশ,
ঝোপঝাড়ে ঢাকা একফালি নদী
ঘাসপাতা মাখা ভেজা চারিধার,
স্বপ্নের মতো সবুজে মেশানো নীলচে জলে আকাশের ছোপ,
মেঘেরা দলে দলে জলের মাঝখানে,
পায়ের পাতা ভিজে যায়
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেদের গায়ে,
পেছনে স্পষ্ট আধুনিকতার সোনার বাংলার আহ্বান,
আমি বসে রই মাটির পরশ মেখে
রোদছায়া মাখা জলার দুপাশ ঘেঁসে,
উদাস মন আমার কোমর জলে নেমে
একলা ছবি তোলে প্রকৃতির ক্যানভাসে,
পেছনে হাইওয়েতে জীবনের লাফালাফি
মাটির পরশ মাখা শান্ত দুপুরে
আমার লাফালাফি হাঁটুজলে কাদাপাঁকে।
মোবাইলের কর্কশ শব্দে হুঁশ ফেরে
সময় গড়িয়ে গেছে অনেকটা অগোছালো
মিশে যাওয়া তড়িঘড়ি হাইওয়ের পথে,
পিছু ফিরে দেখি
চেয়ে আছে বকপাখী, নদীনালা
ঝোপঝাড়, গাছপালা,
মেঘেরা তখনো রয়েছে আমার পাশে পাশে
বিষণ্ন দলছুট মেঘেরা রয়েছে তখনো
আমার পাশে পাশে।

জীবন ওদেরও

জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকি ওরা বস্তিতে,
আমার প্রেসেন্ট অ্যাড্রেস আছে
আছে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসও,
ওদের জবরদখল সীল মারা নিশ্চিন্ত আশ্রয়
দমদম রেললাইনের ধার
নয়তো বাগজোলা খাল পার,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি ব্রেড কাটলেট খাই
একটু স্যালাড আর ফ্রুট জুস,
ওদের জীবন দিয়েছে শুধু যন্ত্রণা
ওরা মাঠে ময়দানে গলদঘর্ম,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি কবিতা লিখি
ওরা কবিতার পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানায়,
আমি শান্তির খোঁজে পাতায় পাতায়
হিজিবিজি কাটি,
ওরা পাতাগুলো ছিঁড়েছুঁড়ে মহা আনন্দে
ঠোঙা বানায়, ঠোঙা বেচে
ওরা ঠোঙা বেচে পেঁয়াজ, পান্তা খায়,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
জীবনের ভয়ে আজকাল
মুখ লুকিয়ে থাকি জীবন থেকে,
ওরা জীবনের খোঁজে
জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকে আজীবন,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!

মেঘবালিকা

বিদ্যুতের ঝলকানিতে চমকে উঠেছি আমি
লাফ দিয়ে জানলা বন্ধ করতে উঠেই
শান্ত নিশ্চিন্ত লেগেছে মুহূর্তের ভাবনায়
"বজ্রনিনাদ যত গম্ভীর হোক মৃত্যুর হাতছানি নেই",
প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে আবার
ফাঁক করে রেখেছি জানালার খানিকটা,
নিমগাছের গাছপাতা বেয়ে চুইয়ে বৃষ্টি নেমেছে,
স্মৃতির জানালায় উন্মত্ত বাতাস বইছে
বৃষ্টির ঝাপটায় খুলে গেছে তার দরজাখানি,
শৈশবের মেঘবালিকা হঠাৎ হাজির জানালাপাশে,
ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে মেঘবালিকার কপাল বেয়ে,
পলাশ ফুলের টিপ পরেছে
বৃষ্টি মাথায় রাঙা পায়ে একলা হাজির মেঘবালিকা,
ঝলসে ওঠে আকাশপানে
মেঘরাঙানো সিঁথির সিঁদুর,
মেঘের পাশে হঠাৎ হাজির
মেঘরাঙানো তাঁতের শাড়ীর মাঝবয়সী মেঘবালিকা,
নীলচে ফ্রকের টুকটুকে মেয়ে
খালি পায়ে মেঘহরিণী আমার পাশে,
জানালাপাশে দৌড়ে বেড়ায়,
ফিরে তাকাই কালচে রঙের আকাশপানে
কালচে আকাশ, শ্যাওলা পাতা
দশরকমের ঝমঝমানি,
মনের ভিতর, চোখের ওপর
দৌড়ে ফেরে মেঘবালিকা।
বৃষ্টি আসে বৃষ্টি শুধু
বৃষ্টি শুধুই সারা দুপুর
একলা সাথে জানলা পাশে
মেঘবালিকা আমার সাথে।
বৃষ্টি থামে শান্ত জীবন
হাতড়ে ফিরে এদিক ওদিক
ফুটফুটে নীল আকাশপানে
মেঘবালিকা নেই তো কোথাও!

স্মৃতির ভিড়ে হাতড়ে ফিরি
মেঘবালিকা নেই যে কোথাও
হারিয়ে গেছে নীল আকাশে
আমার স্মৃতির মেঘবালিকা,
হারিয়ে গেছে মেঘের দেশে
আমার প্রিয় মেঘবালিকা।

বাউল বাতাস

বর্ষা এসেছে বৃষ্টির ছাঁট মেপে
ঝোড়ো হাওয়ায় ঝড়ের চিহ্ন আঁকা
শাপলার বনে শালুকের দাপাদাপি
আকাশে মিশেছে গগনের কালো মেঘ
চাঁদের খোঁজেতে চন্দ্রিমা রয়েছে চঞ্চল
পৃথিবী শান্ত ধরণী হয়েছে উত্তাল
বিহঙ্গেরা নিয়েছে পাখিদের বাসায় আশ্রয়
বাউল বাতাসের পাগলামো সারা গায়ে
সবুজ পথে পথে শ্যামল শ্যাওলার সৃষ্টি
পিচ্ছিল জনপদে পিছলে পড়েছে বৃষ্টি
বৃষ্টি এসেছে বর্ষার মুখ চেয়ে
বর্ষা এসেছে বৃষ্টিকে নিয়ে ধেয়ে
ঝাপসা চোখেতে অস্পষ্ট চারিধার
পদ্ম কমল সবুজ শ্যামল
মিলেমিশে একাকার
পৃথিবী রয়েছে মাটিকে আঁকড়ে শান্ত
ধরণী ছুটেছে বারিধারা পেয়ে দুরন্ত
সর্পিল মন আঁকাবাঁকা রাস্তায়
কাদা পাঁক ঘেঁটে বৃষ্টি মেখেছি পায়ে
শরীরের সাথে আমি একলা ধীর স্থির
বসে থাকি নিজ জানালা পাশে অস্থির।

ছায়াপথ

একটি ছায়াপথ আমি কুড়িয়ে পেয়েছি
আগলে রেখেছি বুকের পাশে
সেই সেদিন থেকে।
একটি ছায়াপথ আমি স্বপ্নে হেঁটেছি
গুটিগুটি পায়ে স্বপ্নে হেঁটেছি
সেই সেদিন থেকে।
এ পথে রোদ্দুর-রা উঁকিঝুঁকি দেবে থেকে থেকে,
এ পথে রোদ্দুর আর ছায়া
হাত ধরাধরি করে কবিতা শোনাবে,
এ পথে মেঘেরা দলে দলে
বৃষ্টিদের পায়ে পায়ে
গান গেয়ে গেয়ে
পাড়ি দেবে জীবনের ছায়াপথ।
একটি দুটি রোদ্দুরের সাথে লুকোচুরি খেলতে
একটি দুটি মেঘের মনে পেখম মেলতে
একটি দুটি বৃষ্টিকে নিয়ে পিছলে পড়তে
একটি ছায়াপথ আমি কুড়িয়ে পেয়েছি
একটি ছায়াপথ আমি আগলে রেখেছি
সেই সেদিন থেকে।

জয় অসুরের জয়

ঢাকুরিয়ার রেললাইনের ধারে লক্ষ্মীর বাসা,
মুরগী ছাগল কুকুরের সাথে একই ঘরে গাদাগাদি,
প্যাঁচার মতো মুখ ক'রে বসে আছে সকাল থেকে
নুন পান্তাও জোটেনি কাল থেকে লক্ষ্মীর সংসারে,
পাশের ঘরে সরস্বতী থাকে
লক্ষ্মীর বন্ধু, সমবয়সী।
বিকেলবেলায় দাওয়ায় কিতকিত খেলে,
সিনেমার গল্প করে,
অ-আ-ক-খ শেখায়নি বাবা-মা
খাওয়াই জোটে না পড়াশুনো দূর অস্ত,
সরস্বতী তবুও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে রেখেছে
একফালি ভাঙা স্লেট বুকের কাছে,
ওদের বস্তিতে একজন গণেশদা থাকে
গড়িয়াহাট-গড়িয়া রুটে অটো চালায়
বৌ-বাচ্চা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে আছে,
একজন হিপি চুলের কার্ত্তিকদাও থাকে
বছর বত্রিশের বেকার,
পাড়ার মোড়ে ঠেকে ব'সে দাঁত ব্রাশ ক'রে দিন শুরু
দুবেলা দুমুঠো খেতে আসে বাড়িতে,
বাপের হোটেলের জিমেদারি বাপের
জন্ম যখন দিয়েছে হোটেল চালাবে বাবা
এটাই স্বাভাবিক,
কার্তিকের মা দুর্গাবৌদি —
তিন চার ঘর রান্না করে সেলিমপুরের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে
স্বপন, পটলা, নেপালরা একদল ছেলে
গড় বয়স কুড়ির কাছাকাছি, একই বস্তিতে থাকে,
ছোটা অসুরের দল নামে পরিচিতি পাড়ায়।
চুরি, ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙা,
রাতের ট্রেনের চেন টেনে ছিনতাই,
চোলাই মদের ঠেক চালায় ছোটা অসুরের দল।
ওরা কামাই ক'রে ঘরে ফিরলে
ভাত চড়ে লক্ষ্মীর ঘরে
রুটি, সবজি তৈরি করে সরস্বতী, দুর্গারা
ঘরে ঘরে ভাত রুটি খায় কার্তিক গণেশও।

প্রাকৃতিক

গড়িয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখছিলাম অপূর্ব গল্পটি।
বুড়িমার বয়েস আশির কোটায় হবে
সাথে চার পাঁচ বছরের নাতনি,
বুড়িমা রেললাইনের ধারে ময়লার ঢিপি থেকে
প্লাস্টিকের চায়ের গ্লাস খুঁজে খুঁজে বের করছে,
নাতনি গ্লাসগুলো বস্তায় ভরে নিচ্ছে।
কি হবে কে জানে এই গ্লাসগুলো দিয়ে?
সারাদিন এই গ্লাস জড়ো করে
তার থেকে পাঁচ দশ টাকা উপার্জন করাও ভীষণ কঠিন কাজ
অথচ নির্বিকার চিত্তে ওরা দুজন ময়লা ঘাঁটছে।
কি ভীষণ দারিদ্র আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে এদের ভাবা যায়?
ঠাকুমা হাঁটু গেড়ে বসে ময়লা ঘাঁটছে চায়ের কাপের খোঁজে
পাঁচ বছরের নাতনি পিঠে চেপে বসেছে ঠাকুমার।
ঠাকুমা থেকে থেকে নাতনিকে দোলা খাওয়াচ্ছে
আর ময়লা ঘাঁটছে চায়ের কাপের খোঁজে
বিড়বিড় করে কি গল্প বলছে কে জানে?
হয়ত পক্ষীরাজের ঘোড়ার গল্প
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী,
নাতনি গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন!
প্রকৃতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে ওদের।
বিধাতা যাদের পেটে ভাত দেয় না, রুটি দেয় না,
লজ্জা ঢাকবার কাপড় দেয় মেপে,
তাদের জন্যে শান্তি দেয় উজাড় করে
ভালোবাসা দেয় দুহাত ভোরে,
ওটুকু না পেলে ওদের বাঁচার সব পথ বন্ধ হয়ে যেতো।
ঠাকুমার পিঠে চেপে গলা জড়িয়ে
পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প শুনতে শুনতে
ঘুমিয়ে পড়ে শিশু,
ঠাকুমা নিচু হয়ে প্লাস্টিকের গ্লাস খুঁজে ফেরে
ময়লার স্তূপে স্তূপে,
পাশে পাশে হাসিহাসি মুখে
সাদা লাল নীল বুনো ফুল
ফুটে আছে ঝোপে ঝাড়ে
ছুঁয়ে আছে ওদের ভালোবাসার নিবিড় স্পর্শে।

বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল হোম, বারুইপুর

শরৎ মারা গেছে,
স্টার আনন্দে, ২৪ ঘন্টায় দেখলাম
শরৎ মারা গেছে,
অপুষ্টিতে ছেলেটা মারা গেছে হোমে, বারুইপুরের হোমে।
সতেরো বছরের ছেলেটা খেতে পায়নি বহুদিন,
যারা বেঁচে আছে সব মরে যাবে,
প্রতিবন্ধী ওরা স্পষ্ট কথা বলতে পারে না
ওরা মাছ খায়নি, ডিম খায়নি, মাংস দেখেনি চোখে,
সকালে একবাটি মুড়ি
দুপুরে বরাদ্দ ভাত আর জলের মতো ডাল
রাতের বরাদ্দ অনাহার
রোজ রাতে অনাহার।
হাত পা বেঁকে গেছে অনেকের
সারা গায়ে প্যাঁচরা হয়েছে কারো
চোখের পাতায় পাতায় পোকা ধরে গেছে,
ওরা ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকে
বেড়াল কুকুরের পাশাপাশি।
টিভিতে দেখলাম—
ক্ষিদের তাড়নায় কাকে ঠোকরানো পেয়ারা খাচ্ছিল ছেলেটা,
"পেটে ব্যথা হয় আমার, অনেক দিন খাইনি
এটা না খেলে আমি মরে যাব
সুপার খাবার চাইলে চড় মারে,
লাঠি দিয়ে মারে।"
না খেয়ে খেয়ে শরীরের সবকটা হাড় গোনা যায় অনেকের।
চল্লিশজন ছেলের জন্যে বরাদ্দ মোট চব্বিশ টাকা প্রতিদিন!
তবু বেঁচে আছে ওরা,
আজ অবধি খেতে না পেয়েও বেঁচে আছে ওরা,
তবে নিশ্চিত মারা যাবে কোনোদিন
যে কোনোদিন।
কত কত শরতেরা
কত কত হেমন্তরা

কত কত বসন্তরা
নিদারুন শীতকালে
এভাবেই জন্মায় আর মরে যায়,
না খেয়ে মরে যায়
শীতে কেঁপে মরে যায়।
এ গভীর জনঅরণ্যে
কে কার খোঁজ রাখে?
এ গভীর জনঅরণ্যে
কে কার খোঁজ পায়?
হায়!

ম্যানহোল

সকাল সকাল ম্যানহোলে নেমেছে মানুষগুলো,
একটা ক'রে বালতি হাতে
ম্যানহোলে নেমে পড়েছে মানুষগুলো।
বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অভিনব পদ্ধতিতে
বর্ষার মুখে জল নিষ্কাশনের উন্নতি হচ্ছে
পুরসভার উদ্যোগে,
একটা ক'রে বালতি হাতে
ম্যানহোলে নেমে পড়েছে মানুষগুলো।
ওদের জীবনের দাম দিনে একশো টাকা
ইনশিওর করা আছে প্রতিটা মানুষের,
ম্যানহোলে তলিয়ে গেলে
সেদিনের একশো টাকা নিশ্চিত পৌঁছে যাবে
বৌ-বাচ্চার হাতে,
বালতি বালতি মলমূত্রে মাখামাখি ওদের জীবন,
রাতে ঘরে ফেরার পথে
একগলা চোলাই মদ না খেলে
ভুলে থাকা যায় না সকালের সুখস্মৃতি,
এভাবেই বেঁচে আছে ওদের পরিবার,
একশো টাকার বিনিময়ে
দুঃসংবাদ শোনার প্রস্তুতি নেওয়া চল্লিশ বছর ধরে
এভাবেই তবু বেঁচে আছে ওরা আজও।

শুরু করো

বাবুঘাট থেকে ঝাঁপ দিয়ে
ভাঁটার স্রোতের দিকে চিৎ সাঁতার দিয়ে থাকো
একদিন নিশ্চিত পৌঁছে যাবে বঙ্গোপসাগরে।
দ্বিতীয় হুগলি ব্রীজে উঠে গেলে বন্ধু
পেছনে তাকিয়ে কি লাভ?
এগিয়ে চলো আঁকাবাঁকা পথে
নিশ্চিত সব পথের ঠিকানায় লেখা আছে তোমার অধিকার,
একশো মাইল হাঁটা পথে যদি নেমেই পড়েছো
পায়ে পায়ে ঠিক পৌঁছে যাবে নিশানায়,
একদিনে কেউ কখনো বিজয়ী হয়েছে কোথাও?
গুটিগুটি পায়ে যে শিশুটি হাঁটা শেখে
কতবার পড়ে কতবার ওঠে
কখনো কি পড়ে থাকে চিরকাল?
কে তাকে হাত ধরে টেনে তোলে?
হয়তো তুমিও তুলেছো কখনো কাউকে
এভাবেই তোমার জন্যেও তৈরি অসংখ্য হাত,
ভুল পথে ঠিক পথে
এক হাত দুই হাত
শত শত হাত অপেক্ষায় প্রান্তরে প্রান্তরে,
শুধু উদ্যোগী হও তুমিও
একটি জীবন শুধু তাও থেমে থাকে না
একটি জীবন আর ফিরে ফিরে আসে না,
একবার ঝাঁপ দিয়ে দেখো
একবার সিঁড়ি বেয়ে দেখো
একবার শুরু ক'রে দেখো
শেষে শুধু লেখা হবে ইতিহাস,
আগামী প্রজন্মের জন্যই
হও ইতিহাস।

জবাব দাও

কটা প্রজাপতি হিসেব রেখেছে
কত ফুলের পাপড়িরা ঝরে গেছে, মরে গেছে
না পাবার যন্ত্রণা বুকে বয়ে?
কটা প্রজাপতি হিসেব রেখেছে
কত শুঁয়োপোকার বুকের গভীরের রক্তাক্ত ক্ষত?
গলা টিপে খুন করে কেড়ে নেওয়া হল ওদের স্বাধীনতা
তাই সব প্রজাপতিদের কাছে জবাব চাইছে দুনিয়া
মজদুর, শ্রমিক, চাষীভাই
দুনিয়ার সব শুঁয়োপোকাগুলো,
বছরের পর বছর পেটে হাত দিয়ে
বসে থাকা শুকনো শুঁয়োপোকাগুলো
হুল ফোটাবে বলছিল
কটা প্রজাপতি স্মরণে রেখেছে
তার জন্মের ইতিহাস,
ফুরফুরে বাতাসে উড়ে বেড়ানো
কটা প্রজাপতি মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে চিরকাল?
মাটির শুঁয়োপোকাগুলি হিসেব চাইছে আজ
মাটির শুঁয়োপোকাগুলির জবাব নেবার দিন।

প্রেমিকা আসছে

গাছে গাছে আকন্দ, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা ফোঁটাও
আমার প্রেমিকা আসছে।
চন্দনের গন্ধে মাতোয়ারা করে দাও পথঘাট
আমার প্রেমিকা আসছে।
কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার ঝুমকোফুলে রাঙিয়ে দাও পিচ রাস্তা,
পুকুরে পুকুরে লাল শালুক আর
পদ্মপাতায় বিন্দু বিন্দু বরফকুচি জমিয়ে দাও
আমার প্রেমিকা আসছে।
ট্রামে বাসে রিকশায় মহম্মদ রফির গান বাজাও
কফিশপগুলোর রিসেপশানে রজনীগন্ধার স্টিক সাজিয়ে রেখো
আমার প্রেমিকা আসছে।
মেজর সিগ্‌নালে ট্রাফিক পুলিশ সজাগ থেকো
পুলিশ পেয়াদা লোক লস্কর প্রশাসন সব্বাই সজাগ থেকো
আমার প্রেমিকা আসছে।
ভিক্টোরিয়ার নীলচে পরী
ময়দানের ঐ ঘোড়ারগাড়ি তৈরি রেখো
আমার প্রেমিকা আসছে।
বাবুঘাটের স্থলপরীরা
অ্যাকোয়াটিকার নীল নীল জল
গড়িয়াহাটের ফুচকাওয়ালা
গ্রান্ড হোটেলের রিসেপসনিস্ট
মেট্রোরেলের টিকিট চেকার তৈরি থেকো
আমার প্রেমিকা আসছে।
গড়িয়াহাট— হাজরামোড়ে
রবীন্দ্রসদন— উল্টোডাঙায় হোর্ডিংগুলো বদলে লেখো
'আমার প্রেমিকা আসছে'।

আমার প্রেমিকা আসছে.....

বাঁচতে দাও

আমি জানতে চাই
এত বাধা কেন পদে পদে?
জীবন তোমার তুমি বেঁচে থাকো
তুমি শ্বাস নাও জীবন ভোর,
শুধু আমার ভাগে পাওয়া অক্সিজেনটুকু
ছেড়ে রেখো তোমার ডাইনে বাঁয়ে সর্বত্র
আমি পার্কের ধারে যাই কিংবা বস্তির নির্ভেজাল অন্ধকারে

আমার ভাগের শুকনো বাতাসটুকু তুমি ছেড়ে রেখো।
সুখের পায়রা তুমি, সুখটুকু নিয়ে যেও বুক ভরে
একলা পথের বাঁকে ক্লান্ত পথিক হয়ে
নির্জন দ্বীপের গান গাইব আমি,
সেই পথের বাঁকে পারলে
দু একখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রেখো
আমার কান্নাভেজা গান ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে
তোমার দীর্ঘশ্বাসের হলকা বাতাস।
জীবন তোমার তুমি বাঁচো জীবনভোর
আর বাঁচতে দাও আমাকেও।

জোনাকি

যে জোনাকি পোকাটি ঘন আঁধারে
দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে, জ্বলে নেবে আবার জ্বলে
জ্বলে থাকে রাত দিন
সে কি জানতে পেরেছে
কত কত গভীর আঁধারের রাতে
আশার পথ দেখায় গুটি গুটি পায়ে
কত শত মানুষেরে?
শত সহস্র মানুষ অবাক চোখে জোনাকি দেখে,
কাগজ হাতে জোনাকি লেখে,
মেয়েরা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে জোনাকি ডোবায়,
কপালে আলো ঝলমলে জোনাকি পোকার টিপ আঁকে,
ঘরে ঘরে জোনাকিরা থাকে বেঁচে
আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে জোনাকিপোকা বাঁচে।

অচেনা কোলকাতা

চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারে খোলা রাস্তায় খাটিয়ায় শুয়ে
উলঙ্গ দুটি শিশুর চিৎকার,
ওদের পেটে ক্ষিধের মিছিল,
ওপারে ফ্লুরিস রেস্তোঁরায় বিলিতি সাহেব মেম
পেস্ট্রি, কফির মিষ্টি চুমুকে ব্যস্ত।
এপারে ফুটপাতে বসে একটি মেয়ে
কোলের শিশুকে দুধ খাওয়ায় আর
খদ্দের খোঁজে পাগলের মতো
ওদের পেটে ক্ষিধের মিছিল
দিনে রাতে শুধুই ক্ষিদের মিছিল।
চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারে কবিতা, গল্প, ছড়ার বই, ম্যাগাজিন সব ধুলোয় লুটোয়
ওপারে অ্যালবামে বাঁধানো
রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্তর নিশ্চিন্ত আশ্রয় মিউজিক ওয়ার্ল্ড-এ
থরে থরে।
এপারে একলা মাতাল ফুটপাতে বসে পা দোলায়
একলা মাতাল ফুটপাতে একা
শূন্য জীবনের হিসেবের খাতা,
ওপারের রাজপথে গাড়ির মিছিল
ঝাঁ চকচকে বারে, রেস্তোঁরায়
সুটেড বুটেড চুরুট মুখে শ্যাম্পেন পানে ব্যস্ত মানুষ।
চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারের চেনা কোলকাতায়
আমার শৈশব দৌড়ে বেড়ায় পানের দোকানে
খাটিয়ায় শোয়া বাচ্চার পাশে
ফুটপাতে বসা মায়ের গায়ের পাশে,
ওপারের অচেনা কোলকাতায়

নিশ্চিন্ত বিশ্রামে চায়ের চুমুকে কবিতা লিখি
অচেনা ছন্দে বিষণ্ন আনন্দে
কবিতার নামে দুঃখ লিখি
দগদগে ঘায়ের মতো
একটা অচেনা কোলকাতা
হঠাৎ হাজির আমার পাশে।

একদিন

একদিন কালো কালো পাথরগুলো গলে যাবে দেখো।
একদিন খেটে খাওয়া কুলিমজুরের দল
অলিতে গলিতে চিৎকার করে গাইবে জীবনের জয়গান,
একদিন ফুটপাতে বেড়ে ওঠা শিশুরা
নিশ্চিত ঠিকানা খুঁজে পাবে এই শহরের ঘরে ঘরে,
একদিন সারাদিন ঘর্মাক্ত শরীরে কোলকাতার
রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে রিক্‌শ টানবো আমি,
রিক্‌শাওয়ালা সিটে বসে গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে
অবাক চোখে রাজপথ, ভিক্টোরিয়ার পরী,
ঘোড়ায় টানা গাড়ি, চক্ররেল দেখবে আর
আমি রিক্‌শা চালাতে চালাতে গাইডের ভূমিকায়
ওদের কোলকাতার ইতিহাস শেখাবো।
একদিন ভ্যানরিক্‌শায় চড়ে রেসকোর্সের ধার ধরে
গঙ্গাদর্শনে বেরোবো আমি,
গঙ্গার পাড়ে মাদুরে শুয়ে পড়বো,
বিহারী পালোয়ান দৌড়ে এসে
তেলমালিশ করবে আমার সারা গায়ে,
মাদুরে শুয়ে গল্পের ছলে বেরিয়ে পড়বে
পালোয়ানের ভঙ্গুর জীবনযাপন।
একদিন সারাদিন গড়িয়াহাট মোড়ে
বুটপালিশ করবো আমি,
একদিন সারাদিন কুলিমজুরের সাথে
একদিন সারাদিন রিক্‌শাওয়ালার সাথে
একদিন সারাদিন বিহারী পালোয়ানের সাথে
কোলকাতার পথে পথে দৌড়ে বেড়াবো আমি,
কোলকাতার পথে পথে চিৎকার ক'রে
গাইব জীবনের জয়গান।

ছিঃ

লোকটা রাস্তা পার হচ্ছিল—
নেতাজীনগর বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি
দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ঘষটে ঘষটে
রাস্তা পার হচ্ছিল মানুষটা।
কালো কুচকুচে শতছিদ্র জামা আর হাফপ্যান্ট পরা,
পায়ের পাতা দুটো গ্যাংগ্রিনে একেবারে খেয়ে গেছে,
চুল দাড়ি অন্তত বছর দশেক কাটেনি।
আমার দাদা আমার সাথেই ছিলো,
ওকে দেখেই বলল "এত কষ্টের থেকে মরে যাওয়া ভালো,'
কথাটা আমি একটুও সমর্থন করছি না ঠিকই,
কিন্তু বিশ্বাস করুন কোনো লেখাতেই তুলে ধরা সম্ভব নয়
লোকটির দুর্দশার ছবি,
আমি যাই লিখিনা কেন
লোকটির কষ্টের এক শতাংশও লেখা যাবে না।
লোকটির আশেপাশে কুড়ি ফুটের মধ্যে
একটি মানুষও এগোতে পারছে না
এতটাই দুর্গন্ধ এবং ঘা সারা শরীরে,
সবকিছু মেনে নিয়েও একটি প্রশ্ন থেকে যায় —
লোকটি কি সমাজের বাইরে?
সবার চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে
পচা গলা লাস হয়ে
সম্পূর্ণ চিকিৎসাহীন অবস্থায়
ওই অসহায় মানুষটি দুহাতে ভর দিয়ে
সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে রাস্তা পার হচ্ছিল,
আমিও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে—
বাকি সবার মতো নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে
লোকটিকে মন দিয়ে দেখছিলাম, হয়তো
আর একটি চরিত্র খুঁজছিলাম কবিতা লেখার।
শুধু লিখেই কি দায় সারা যায়?
শুধুই দোষারোপ করা সমাজের ওপর?
আমিও কি সমাজের বাইরে?
আমি কি কিছুই করতে পারতাম না লোকটির জন্য?
একেই বুঝি বলে সামাজিক দৈন্য!
ছিঃ।

কাপুরুষ

রিকশাওয়ালার চিৎকারে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম
নাড়িভুড়ি সব বাইরে বেরিয়ে এসেছে মানুষটার,
মনটায় কুডাক ডেকেছিলো সেই সকাল থেকে
মা কি এইসব ভেবেই সাবধান করছিল বারবার?
মায়ের ঠিক নেই, বাপের ঠিক নেই এইসব লরি ড্রাইভারের
রক্তবন্যা এরকম আমি আগে দেখিনি
ভাবলেশহীন দুটি হাত, মুখ থরথর করে কাঁপছে এখনো।
শরীরের প্রতিটি অংশ কাঁটা দিয়ে ওঠে আজও,
বাবা-মা, বউ দুয়ারে বসে বসে হয়তো তারা গোনে
সর্বস্বান্ত আজ তারা একখানা সর্বহারা খবরে,
রক্তমাখা দেহটা এখনো পড়ে নিথর।
আর্ত চিৎকার শুধু অশিক্ষিত রিকশাওয়ালার?
আমি শিক্ষিত মানুষ!
মাথা নিচু করে মুখ লুকোই আসন্ন পুলিশ পেয়াদার গন্ধে
কে যেন খোঁচা মারে নিঃশব্দে আমায়?
কে যেন বলে ওঠে—
"কাপুরুষ, ধিক্। তুমি না জীবনের কথা লেখো!"

কালকের খোঁজ

যে শিশুটি আজ গুটিগুটি পায়ে
শঙ্খচিলের পাখার ছায়ায় পথ চেনে,
পথ চিনে ফেরে.....
সাগরের সিক্ত বেলাভূমি মিশেছে
দূরের কোনো নিশ্চিন্ত বাঁকে আকাশের সাদায়,
সে শিশুটি আজ স্পষ্ট
কালকের প্রজন্মের পথ হাঁটে,
বন্ধুর পথ আজও আছে
আছে কালও,
শুধু পরিচিত হওয়া জেনো
প্রৌঢ়ের পায়ে পায়ে
ঠিক পথে ভুল পথে,
বেলা শেষে বিকেল নেমেছে মেঘের আস্তরণে
শিশুরা তবুও উচ্ছ্বাসে ভাসা—
বিকেলের গোধূলিতে সকালের
আগমনী রয়েছে লুকোনো,
সন্তর্পনে পথ হাঁটা প্রৌঢ়ের
হাত ছিটকে ছিটকে শিশুটি
দৌড়ে ফেরে দিনের আলোর খোঁজে।

ছেলেবেলার দিনগুলো

দিনগুলো বড় ভালো ছিল সেই সময় —
ছেলেবেলার সেই দিনগুলো,
আজকের মেপে হাঁটার রুটিন
পুরোপুরি বেমানান শৈশবের উন্মাদনার পাশে,
প্রতিটি সকাল নিয়ে আসতো নতুন রোমাঞ্চ ,
বৈশাখের সকাল আর আষাঢ়ের সকাল ছিলো
একদম আলাদা, একদম অচেনা।
বৈশাখের সকালে আমগাছের মগডালে
ঢিল ছুঁড়তাম কাঁচা আম কুড়োবার আশায়
সারাটা বেলা গড়িয়ে যেতো একই নেশায়,
দুপুর দুপুর পকেট ভর্তি আম কুড়িয়ে
লুকিয়ে বাড়ি ফিরতাম
মায়ের চোখরাঙানি এড়িয়ে।
শ্রাবণের স্নিগ্ধ দুপুর, মসৃণ বিকেলগুলো কাটতো
নর্দমার একহাঁটু কাদা পাঁকে,
ছোটো ছোটো গাপ্পি মাছ ধরতাম নারকেলের আঁচি দিয়ে,
প্লাস্টিকে অল্প জল ভরে ঐ মাছগুলোকে বাচিয়ে রাখতাম।
আশ্বিনের কাশফুল দোলা দিয়ে যেত কিশোর হৃদয়ে,
মাঠে মাঠে অলস প্রেমিক মন খুঁজে ফিরেছে
কত কত অজানা নায়িকার আলিঙ্গন যত্রতত্র,
পৌষ মাঘের শীতে কাবু যৌবন
বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি, কাবাডি খেলার ফাঁকে
হাত বাড়িয়ে দিত আশ্বিনের কোনো অধরা প্রেমিকার পানে,
আজ আর বৈশাখ শ্রাবণ আশ্বিনের ফারাক বোঝে না
হিসেবি মাতাল মন,
কৈশোরের যৌবন অস্তমিত এক প্রৌঢ়ের কর্কশ পদতলে,
বৈশাখ আসে না চৌকাঠে —
শ্রাবণের ঘনঘটা ভিটেমাটি সহ উৎখাত হয়েছে আজ
আশ্বিনের কাশবন ফেলে রেখে গেছে পিচ্ছিল স্মৃতির ভার,
তবু সেই স্মৃতিগুলো জড়ো করার আনন্দে
কাটালাম একটি দিন, আজকের সারাদিন।

ময়দান

সাঁঝের তারারা তখনো উঁকিঝুঁকি মারেনি দূর আকাশে
মেঘলা বিকেল মিলেমিশে ছিলো সবুজ ঘাসের মাটির পাশে,
ফুচকাওয়ালার পসার তখনও জমেনি ময়দানের বুকের ভিতর
গাধার পিঠে বাচ্চা চাপিয়ে—
দিয়েছি পোঁ পা দৌড় মাঠের এমাথা ওমাথা,
বেরঙ জীবনে ছোপ ছোপ রং ধরেছিল
সেই বিকেলের ময়দানে,
ঘাসফুল আমি ফুটতে দেখেছি সেই সন্ধ্যার পুব আকাশে,
মাটির রাস্তায় রামধনু আঁকা,
আঁকাবাঁকা পথের দূর সীমানায়
ভিক্টোরিয়ার পরী আজও হাসে অপলক,
স্মৃতিতে আমার ছায়াছায়া সব
এলোমেলো সব ধূলিধূসরিত,
রাতের আঁধার ঘনকালো আজ
নেই হাতছানি কোনো সবুজের
স্বপ্নেরা রয় বোবাকান্নায়
শুধু মাঠ ময়দান রয়েছে আগের মতোই।

বৃষ্টি আঁকি

সারাটা রাত ঘুমের ঘোরে বর্ষা এঁকেছি
স্বপ্নে মাখা দুচোখ ভরে বৃষ্টি দেখেছি
সকাল সকাল ঘুম ফুরোতেই তাকিয়ে দেখি
জানালাপাশে ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি এলো।
এমনি একটা দিনের আশায় দিন গুনেছি সারা বছর,
সকাল সকাল ঘুম ফুরোতেই তাকিয়ে দেখি
জানালাপাশে ঝম্‌ঝমিয়ে বর্ষা হাজির।
বর্ষা তখন আকাশ ছেড়ে মাটির পাশে
বর্ষা তখন পিচ রাস্তায় অথৈ নদী
বর্ষা তখন পুকুর নদী নর্দমার জল
বর্ষা তখন ফুটফুটে মেয়ের পায়ের নূপুর
বর্ষা তখন বৃষ্টি হয়ে অঝোর ঝরে,
সারাবেলা জানালাপাশে বৃষ্টি দেখি
স্বপ্নেমাখা দুচোখ ভরে বৃষ্টিবেলায় বৃষ্টি খুঁজি
স্বপ্নেমাখা দুচোখ ভরে বৃষ্টিবেলার বৃষ্টি আঁকি।

তোমাকে বলছি

একটু হাসতে পারো?
সকালের প্রথম সূর্য যেমনি হাসে
তেমনি করে একটু হাসতে পারো?
দশ মাইল বন্ধুর পথের শেষে
একলা দাঁড়িয়ে আমি,
শীতের বাতাস হয়ে
একটা ঝাপটা মারতে পারো?
আমার খোলা বুকের মাঝখানে
একটা ঝাপটা মারতে পারো?
স্বপ্নের রাজপুত্র তুমি অনেক খুঁজেছো জানি,
মাটির কাছাকাছি আবার কি ফিরে আসতে পারো?
ক্ষণিকের অতিথি পাখির মতো
আমার ঘরের দাওয়ায় একটু বসতে পারো?
একটা নিমগাছ পাবে ডানপারে,
এক চিলতে ধানের ক্ষেতের শেষে
একখানা নদীর মতোন দিঘীর পারে আমি থাকি,
সারাবেলা বসে রই ছিপ ফেলে,
আমার দিঘীর ধারের মাটির উপর
তুমি বসতে পারো?
চাইলে কিছুক্ষণ হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারো।
আমার দিঘীর টলটলে জলে
আয়নার মতোন করে তোমার মুখের ছবি ধরা থাকবে,
আমি অবাক চোখে দিঘীর পানে চেয়ে চেয়ে
নিশ্চিন্তে তোমার মুখ আঁকব,
আমার তুলির টানে
জীবন্ত এক অতিথি পাখির মুখ।
এরপর বেলা গড়ালে যখন
কনকনে হিমেল হাওয়ার তেজ বাড়বে
আমি উঠে দাঁড়িয়ে তোমায় বিদায় দেব,
সত্যি বলছি তোমায় বিদায় দেব
কারণ আমি কি সাহস করে বলতে পারবো—
"তুমি এই বাসায়—
এক চিলতে ধানের ক্ষেতের শেষে
একখানা নদীর মতোন দিঘীর পারে
আমার বাসায় চাইলে থাকতেও পারো চিরকাল।"

আমার দিঘী

আমার দিঘীতে বড়ো জল কম
এক হাঁটু কাদা পাঁক তার,
কব্জি ডোবালে গোড়ালি শুকনো থাকে
গোড়ালি যদি বা ডোবে কব্জিতে কাদামাটি।
গোটা দিঘী জুড়ে সাপ জোঁকেদের বাস
দু একটা কই শিঙি যদি বা মেলে
পাতে তোলা দায়
এত বুনো গন্ধ তার গায়ে,
আমার দিঘীতে তাই মুক্তো নেই
ঝিনুকই নেই তো মুক্তো বিশ বাঁও,
শব্দ হাতড়ে ফিরি অভিধান ফুঁড়ে
অক্ষরেরা উবে যায় যেন ডানা ছুঁড়ে,
অক্ষরের বিন্যাসে একটু আশ্বাস পেলে
গোটা লাইন বেমালুম বেলাইন
শব্দ-অক্ষর-লাইনে গোটাদিন
আমার নিস্ফলে।

লিখছি

ভাবনার অবকাশ বড় কম
ঠিক ভুলের বিচার তোলা রইল তোমাদের জন্য,
লিখতে চেয়েছি আমি সহস্র বিনিদ্র রজনী ধরে—
যা কিছু মনে পড়ে
যা কিছু মনে ধরে।
সময়ের গতিবেগ তীব্র
কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়েছি যেই
আমার কলম থেমে থেকেছে সপ্তাহ-মাস,
শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছায়াছায়া হাতছানি,
দূরে দূরে সরিয়ে রাখি
আমার অশুভ ভাবনা যা কিছু,
মনের সাথে ছায়াযুদ্ধ দিবারাত্রির,
ভাবনার অবকাশ নেই আমার
লিখতে লিখতে মৃত্যুর সম্মুখীন হব একদিন,
যদি খাতার পাতায় বিছানো থাকে কাঁটার পাহাড়
আমি একলা মুখ লুকিয়ে কাঁদবো কিছুক্ষণ, প্রতিদিন
সহস্র সাদা গোলাপের সুবাস যদি ছড়িয়ে থাকে
আমার ডায়েরির পাতায় পাতায়
তবে নিশ্চিত আমি বেঁচে থাকবো,
শান্তিতে বেঁচে থাকবো আরো কিছুকাল—
মৃত্যুর পরও আরো কিছুকাল।
এর বেশি কে বা বাঁচে চিরকাল?

ঘাসফুল

গ্রীষ্মের হলদেটে খয়েরি রঙের ঘাসে
প্রাণের ছোঁয়া লাগে বর্ষার বৃষ্টিতে,
কচি পাতা গজায় হলদে রঙের বুড়ো ঘাসের কোলে,
বর্ষা তখন পাগলামো শুরু করেছে
মাঠে মাঠে ভরা যৌবন ঘাসের গায়ে
বাতাসের স্পন্দন দোলা দিয়ে যায়,
শরতের মাঠে মাঠে ঘাসফুল আর কাশফুল
কোলাকুলি ক'রে থাকে,
হেমন্তেরা সব শীতের সাথে পিঠে পিঠ ঘসে থাকে,
শিশিরের ছাপ পড়ে পায়ে পায়ে
বসন্ত আসে ধীর পায়ে,
আর ঘাসের পাতায় বার্ধক্য আসে
অতি স্থির পায়ে।

সায়াহ্ন

সন্ধে আসে রোজ
সন্ধে নামে রোজ
জীবন সায়াহ্ন খোঁজে শুধু দিন, সূর্যের উপস্থিতি
তবু সন্ধ্যের হাতছানি রোজ রোজ,
সায়াহ্নের রাত্রি গভীর হয় প্রতিদিন
সূর্যকে বুকে চেপে রাখতে মন চায়,
নতুন সূর্য তবু ডেকে আনে
আরো আরো ঘন কালো রাত,
জীবন সায়াহ্নে নিদ্রারা থাকে অনিদ্রায় মোড়া,
সন্ধ্যে নামে তাড়াহুড়ো করে—
সাঁঝের তারারা উঁকিঝুঁকি মারে চোখের তারায়, তারায়,
সন্ধ্যে নামে রোজ, রোজ রোজ
জীবন সায়াহ্ন ছুটে চলে পরিণতির পথে
দ্রুত পায়ে।

চেয়েছি

আমি গ্রীষ্মের দাবদাহ মেপেছি
আমি বর্ষাতি গায়ে বৃষ্টির ছাঁটে কেঁপেছি,
শরতের আকাশে কাশফুলের দোলা আঁকা
হেমন্ত রয়েছে শীতের পাশেতে রাখা,
আমি মাঘের নিশুতি রাতে উষ্ণতা খুঁজে পেতে শিখেছি
আবার ভোরের শিশির পরশ
পায়ে পায়ে কোলাকুলি করে চেয়েছি,
আমি বৃষ্টিকে কাছে পেতে
গ্রীষ্মের কাছে হাত পেতেছি
আবার শীতের চুপিচুপি ডাকে
বৃষ্টিকে আঁধারে রেখে
আগুনে ঝাঁপ দিতে চেয়েছি।

মা এসেছে

লোকজন চারিদিকে মানুষের ভীড়েতে ঠাসা
হাটে হাঁটা গেলেও বাজারে মারামারি খাসা,
পিঁপড়ের মিছিলে পিপীলিকা সারি সারি
সংখ্যার বিচারে অসংখ্য ঘরেতে চড়েনি হাঁড়ি,
খাবারের অভাবেতে খাদ্যের চড়া দাম
গরীব দেশ আমার দরিদ্রের কে নেবে নাম?
মৃত্যুরা পথে ঘাটে শব দেহে ছড়াছড়ি
শোকেসে প্রচুর খানা তবুও উচ্ছিষ্টের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি
লোকজন থিকথিকে তবু মানুষের বড় টান
জাঁকজমক লোকালয়ে, রাস্তায়
শুধু মায়ের মুখখানা ম্লান,
লোকজন সব রাস্তায়
মণ্ডপে থিকথিকে ভিড়
শুধু মায়ের মুখগুলো ম্লান।

ছেড়ে যেয়ো না

কবিতা—
এই তো এসেছো কেবল
এখনই ছেড়ে যেয়ো না,
সামনের পথ বড়োই সঙ্কুল
যদি পিছলে যাই মাইল খানেক নীচের
ওই সর্পিল সুড়ঙ্গে
আর কে আমায় বাড়িয়ে দেবে স্নেহের হাত?
কত কত কবিতা আমার এখনো লেখাই হয়নি
যদি লিখতে না পারি আর একটিও কবিতা?
কবিতা—
তুমি কি জানো
বারুইপুর দুধনই প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চাগুলোর
খাতা, পেন্সিল, স্লেট নেই
তাই স্কুলেও আসে না,
বাবা মায়েদের খাওয়াই হয় না দিনভর
মিডডে মিলটাও বন্ধ হয় হয়
রান্নার মাসিদের মাইনে হয়নি চারমাস।
আমি তো কেবল একটা স্কুলই দেখেছি
এরকম হাজার খানেক স্কুল হবে বলো?

হয়তো আরো বেশি, লাখখানেক।
কি বললে?
আরো বেশী স্কুল আছে এরকম?
তাহলে?
কবিতা তুমিই বলো না—
এই তো এসেছো কেবল
এভাবে কি ছেড়ে যাওয়া যায়
মাঝপথে একলা ফেলে?
কবিতা তুমি কি জানো?
রোজ সালে নেতাজীনগর কলোনীর পার্টিঅফিসের উল্টোদিকে
পাম্পহাউসের কোনায়
ঝুড়ি কোদাল নিয়ে
কাঁথার মতো চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকে মানুষগুলো,

ক্যানিং নদীর ওই পার থেকে আসে
মগরা থেকে আসে
বাসন্তী থেকে আসে,
কাজ পেলে একশো, একশো দশ টাকা,
জঙ্গল সাফাইএর কাজ করে
এক পাল মশা, কাঁটাঝোপ ময়লার মধ্যে দাঁড়িয়ে
দিনরাত জঙ্গল সাফাই করে ওরা,
হাঁপানি হয়ে গেছে ওদের সবার
একদিন একটা বিড়ি খেয়েছিলাম ওদের সাথে বসে।
কবিতা তুমিই বলো না,
তোমার স্নেহের স্পর্শ ছাড়া
যদি লিখতে না পারি আর একটিও কবিতা?
তাই এখনই ছেড়ে যেও না আমায়—
কবিতা,
এভাবে কি ছেড়ে যাওয়া যায় বলো?

তাই বলে

মানছি তুমি স্বর্গের অপ্সরা
তাই বলে আমি অপাত্র হতে যাব কেন?
চাঁদের দিকে চেয়ে থাকলে
চাঁদের থেকে বেশি চোখে পড়ে তার কলঙ্ক,
চাঁদেরও বয়ে বেড়াতে হয় তার কলঙ্ককে,
তোমার মুখ চেয়ে আমিও না হয়
বয়ে বেড়াবো কলঙ্কের কালি।
মানছি তুমি স্বর্গের নর্তকী অপ্সরা
তাই বলে কাজকর্ম ফেলে
এই ভরা যৌবনে আমার স্বর্গে যাওয়া কি
শোভা পায় বলো?

মুখে সেলোটেপ দিলাম

একত্রিশে ডিসেম্বর ২০০৮,
রাত বারোটা যেই বেজেছে
আকাশে আকাশে শব্দবাজির আর্তনাদ
কালিপটকা, চকলেট, আলুবোমা আরও কত কি।
তা আনন্দটা কিসের?
হঠাৎ কি কারণে উৎসব মুখর একত্রিশে ডিসেম্বর?
মানুষ কি ভুলে গেল ছাব্বিশে নভেম্বর দিনটা!
পটকা ফাটানো মানে তো সেলিব্রেশান করা
নতুন বছরের সেলিব্রেশান?
বছরটা কিসে নতুন?
সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে?
কালকের দিনটা যদি আজকের থেকে বেটার না হয়,
যদি কালকের দিনকে মানুষের
একটু বেশি বাসযোগ্য না করতে পারি
তবে নতুন বছরে কার কি লাভ হল?
অবশ্য বাজি ফাটানোর জন্য ফাটালে
মানে অমুকদা ফাটাচ্ছে
তমুকদা পোড়াচ্ছে
তাই আমি পোড়াবো
বেশ করবো,
এরকম বললে আমি ক্ষমাপ্রার্থী
এই আমি আজ থেকে মুখে সেলোটেপ দিলাম।

বাস্তব

সকাল সকাল ঘুম ভাঙলেই চাওয়া পাওয়াগুলোর ডানা গজায়
পৃথিবীটাকে আমার সম্পত্তি মনে হয়,
পাখীদের বাসায় বাসায় রোদ্দুরের রক্তচক্ষু,
রাস্তাঘাট নর্দমার পঙ্কিল কাদাপাঁকে মাখামাখি,
মাথার মধ্যিখানে যে কাদাপাঁক বাসা বেঁধে আছে
তার নিশ্চিন্ত নীড়ে ঢিল মারবে কে?
জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুকেরা পাড়ায় পাড়ায় দাপিয়ে বেড়ায়,
শেয়ালের চিল চিৎকার জানান দেয় আগত অশনি সংকেতের,
চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশে আসক্ত মনপ্রাণ,
ভক্তি, প্রেম, পরিণয় মূল্যহীন গোত্রহীন
পাষন্ড পিপীলিকার সার পথেঘাটে লেজ নাড়ে,
বাঘেদের বাসায় ইঁদুরের থাবার গন্ধ,
পচা শামুকের খোলে আটকে আছে
আস্ত পা খানি,
শেয়াল কুকুরের চিৎকার তখনও স্পষ্ট
দিবারাত্র,
আসছে ভীষণ সময়
বাংলা জেগে থাকো।

তণিমা তোমাকে বলছি

তণিমা—
তুমি অমন করে তাকিয়ে থেকো না
সকাল সন্ধ্যে যখন তখন,
অমন করে তাকিয়ে থাকলে
আমার ইচ্ছেগুলোর রাতারাতি ডানা গজায়
কত শত অবাস্তব কল্পনা বাসা বাঁধে আমার মস্তিষ্কে।
তণিমা—
তুমি অমন করে তাকিয়ে থেকো না
সকাল সন্ধ্যে যত্রতত্র,
যদি আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়?
যদি আমি আবার নতুন করে
তোমাকে নিয়ে তৈরি করা গজলগুলো গাইতে বসি?
যদি উঠোনপারের রজনীগন্ধার ঝাড়ে
আবার তোমার গায়ের গন্ধ খুঁজে বেড়াই?
অমন করে তাকিয়ে থেকে
আমার জীবন দুর্বিসহ কোরোনা তণিমা।

একটাই

যেভাবেই তুমি প্রশ্ন করো না
উত্তর রয়েছে একটাই
যতবার পথ বদলে ফেলো না
ঠিকানা কিন্তু একটাই
যেভাবেই তুমি তাকিয়ে দেখোনা
আয়না কিন্তু একটাই
যতবার তুমি জিততে চাও না
মেডেল কিন্তু একটাই
যেভাবে তুমি রাতকে খোঁজোনা
আঁধার কিন্তু একটাই
যতবার রাতে হাতড়ে ফেরোনা
পাশের মানুষ একটাই
যেভাবেই তুমি ডাকাডাকি করোনা
দেবতা কিন্তু একটাই
যত ভাগে ভাগ করোনা পয়সা
প্রণামীর থালা একটাই।

হায়

কিছুই তো যাবে না সাথে
একটি সাদা থানে মোড়া গোটাটা শরীর,
সবকিছু নিজে পেতে চাই
সবকিছু শুধুই আমার
অদৃষ্ট পরিহাস করে
পরিণতি জানা আছে সবার,
তবু ভুলে থাকা ক্ষণিকের তরে
আজকের লাভক্ষতি কালকেতে রবে পড়ে,
কিছুই যাবে না সাথে হায়—
একটি সাদা থানে মোড়া
গোটাটা শরীর
ধূলিস্যাৎ আধঘন্টায়।

একটি পুকুর

একটি পুকুর আছে
আমার বাসাবাড়ির কাছে
সকাল বেলায় নাইতে গেলে
বৌঠানেরা দেখতে পেলে
মিচকি হাসে ঘোমটা তুলে
কচুরিপানা শামুক গেঁড়ি
ঠাকুরদালান ফ্ল্যাটবাড়ি
সবই আছে পুকুরপাড়ে
পা ডুবিয়ে চুপ বসে রই
ঘড়ির কাঁটার নিষেধ কই
পুঁটিমাছের মিছিল চলে
পায়ের পাশে হালকা চালে
ঝাঁকে ঝাঁকে কচুরিপানা
ঘাটের পাশে দিচ্ছে হানা
দু তিনজন আমার মতোন
কাপড় কাচে যখন তখন
পচা জলের পানা পুকুর
সকাল গড়িয়ে অলস দুপুর
কিসের কাজ কিসের অফিস
আমার বেলায় সবই হাপিস
পা ডুবিয়ে দুপুর গড়ায়
গামছা গায়ে ছিপ তুলে নিই
সময় তখন আমার মতোন
গড়িয়ে চলে যেমন তেমন
ছিপ ফেলে রই বিকেল বিকেল
একটি মাছও দেয়নি ধরা
জলের ওপর মেঘের দেশের নড়াচড়া
পুকুরপাড়ে শাঁখের ধ্বনি
কাঁসর বাজে রিনিঝিনি
সারাবেলার সুখের খেলা
আজের মতো রইল তোলা
চোখের পাশে
আজও ভাসে

ছায়াছায়া টলটলে জল
কচুরিপানার শ্যাওলা পুকুর
আমায় নিয়ে করছে খেলা
সারাবেলা সারাদুপুর
সকাল বিকেল স্বপ্ন দেখি
শুধুই সবুজ শুধুই রঙিন
একটি পুকুর একলা নবীন
আমায় ডাকে হাত বাড়িয়ে
করছে খেলা সারাবেলা
করছে খেলা গোটাদুপুর।

ভালো থেকো

ভালো থেকো,
রোজ সকালে আধ ঘন্টা হেঁটো
সুস্থ হৃদয় নিয়ে তুমি ভালো থেকো।
সময় থাকলে ফিরে এসে
মিনিট চল্লিশ প্রাণায়াম কোরো,
তোমার সব টেনশান
ডানা লাগানো ফানুস হয়ে যাবে উড়ে।
এরপর গেট সেট গো—
ব্যস্ত জীবনে মিলেমিশে যেও
গোটাদিনে গোটা বিশ সিগারেট
আর পাঁচ পেগ টেনে রাতে ফিরে এসো নীড়ে,
বাড়ি ফিরে রুটিনের শুরু,
লাইট ডিনার উইথ স্যালাড এন্ড কার্ড।
ভালো থেকো,
এভাবেই তুমি খুব ভালো থেকো চিরকাল।

যে কথা না বললে আমার বইটি অসম্পূর্ণ থাকবে

জীবন সংগ্রাম আমি দেখিনি, শুনেছি। ষাটের দশকে একটি ষোল-সতের বছরের যুবক বাংলাদেশ থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কোলকাতা এসেছিল আরও হাজার হাজার শরণার্থীর মতো। তিনি আমার বাবা। শুনেছি রাতের পর রাত শিয়ালদহ স্টেশনের ধারে কেটেছে। নেতাজিনগর কলোনীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠের পাশের একটি বাড়িতে জন্ম আমার। সেখানেই একটি ছোট্ট ঘরে ভাড়া থাকতাম আমি, বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা আর আমার ছোট্ট বোনু। দিনে আঠারো কুড়ি ঘণ্টা কাজ করতে দেখেছি বাবাকে প্রতিদিন। অন্তত কুড়ি বছরের সাক্ষী আমি নিজেই। স্বপ্ন একটাই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আজ বাবা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান। আর আমি এসব কথা বলতে পেরে গর্বিত সন্তান। আমি শুধু অঙ্গীকার করতে পারি বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার। আর বাবার স্বপ্নগুলো আমি জানি, স্পষ্ট জানি।

আমি জানি এই বইটিও আমার বাবার স্বপ্নের।